‘‘মোল্লাগুচ্ছ’’ থেকে -

এক ডজন ভ্যালেন্টাইন।

১। যে মুখে তোমার ধ্রুব যন্ত্রণা, সে মুখে-ই আছে রোগের পথ্যি,
আর কোথাও নেই। ফরহাদ, মজনু রা জানে একথা সত্যি।

২। সুন্দর দেখে সক্কলে হয় দু’নয়নে কতো পরিতৃপ্ত,
তবু এক সুন্দরের কারণে মোল্লার চোখ অশ্রুসিক্ত।

৩। কলংক আছে চাঁদে, তবু তার নাহক্ তারিফ হয়না পুরানো,
কলংকহীন চাঁদ দেখেছি, সে জ্যোৎস্না এ বুকে এখনো ছড়ানো।

৪। ‘‘সারা জীবন থাকব সাথে’’, কথার কথা জানি,
দু-চারটে দিন ছিলি, এটাই অনেক ভাগ্য মানি।

৫। তুই কি ভাবিস ভাঙ্গা বুকের দুঃখ তোর একার-ই?
আস্ত বুক তো নেই কারো, সব ভাঙ্গা বুকের সারি।

৬। জীবনের স-ব যন্ত্রণা মুছে সুখের প্রাসাদে হোস্নে ধন্য।
যন্ত্রণা এক আছে চেয়ে দ্যাখ, কল্জেতে পুষে রাখার জন্য।

৭। পাথর কে ওই গেলাস হাতে, গুনছে তারা মধ্যরাতে।
কোথায় যে তার বনলতা সেন, কার বুকে যে ঘুমিয়ে আছেন !!

৮। জীবন বড়ই রহস্যময়। জটিল প্রশ্নে ভরা,
হঠাৎ দেখি সহজ জবাব তোর দু’চোখে ধরা।

৯। মায়ায় টেনেছে কত প্রিয় মুখ, কেউ কারো চেয়ে কম?
মরণের টানে টেনেছিল সেই, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১০। বর্ষারাতে তোকেই ভাবি, কৃতিত্ব নয় এটাও,
অন্য বুকে রইলি সেঁটে, কৃতিত্ব নয় সেটাও।
বৃষ্টিধারা কি সংগীতে, উঠত বেজে কি ভঙ্গীতে।
এখন আঁধার বৃষ্টিধারে অস্ফুট এক হাহাকারে,
জীবন গোঙায়। মিথ্যে সবই, বর্ষারাতের মুখচ্ছবি।

১২। কণ্ঠে তোমার সুকণ্ঠী এক ময়ুরকণ্ঠী রাতের নীল,
অঝোর ঝরা বাদল রাতে রবীন্দ্র-কাব্যের মিছিল।
কণ্ঠে তোমার ঝড়ের পরে আম কুড়নোর হট্টগোল,
গভীর রাতে সুদুর গাঙে জোয়ার আসা অট্টরোল।

কণ্ঠে তোমার ক্লিন্নদেহে পবিত্রতার গঙ্গাস্নান,
ক্ষিপ্ত স্নায়ুর অস্থিরতায় আবেশ বিভোল ঘুমের টান।
কণ্ঠে তোমার ছুট্-জীবনে একটু যতির স্নিগ্ধ-মুখ,
লক্ষ্মীছাড়ার লাগাম টেনে লক্ষ্মী ছেলে হবার সুখ।

কণ্ঠে তোমার পূর্ণিমা রাত তাজমহলের আগ্রাতে
মির্জা গালিব, মেহ্‌দি হাসান, তাজমহলের মাঝরাতে।

কণ্ঠে তোমার অসহ্য সুখ, ও নন্দিত সঙ্গীতে,
খুন হল এক মোল্লা ফতে - আনন্দিত ভঙ্গীতে।

****